ভূমিকা

রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্ষেত্রে গবেষণা করার একটা বড় গোলমাল আছে। শিল্পীর বহুবিচিত্র সৃষ্টির সম্ভার যেমন রয়েছে, তেমনি বহু গুণীজন সেই সৃষ্টি সম্ভারের বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে বেড়িয়েছেন কখনো দেশি বিদেশি, আবার কখনো খন্ড খন্ড আয়োজনের মধ্যে দিয়ে। ফলত, বহুচর্চিত, বিশ্লষিত এই সাহিত্যসম্ভারের আলোচনাতে দ্বিধা ছিল। বোধ করি এই দ্বিধা থেকেই জন্ম হয়েছিল রবীন্দ্রমননের স্বরগ্রাম খোঁজার। শেক্সপীয়র সম্বন্ধে অভিযোগ, তাঁর অধিকাংশ নাটক কাব্যমিশ্রিত।ঠিক এখানটিতেই মনে হল, রবীন্দ্রনাথ আদপে কবি।তাঁর চিত্রকলায়, সংগীতে, প্রবন্ধে, ছোটগল্পে, চিঠিপত্রে সৃষ্টির বহু ক্ষেত্রেই প্রকরণ বা নির্মিতি যাই হোক না কেন নিঃশব্দে পাশটিতে দাঁড়িয়েছে এক কবি। উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানেই দ্বিধা থেকে চলার পথ পেলাম খুঁজে।শুধুমাত্র প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে বা প্রকৃতির যেখানে চরিত্র হয়ে উঠেছে বা ঘটনার অনুষঙ্গ, সেখানেই ছোটগল্পের মতো কবিত্বের জগৎ অনুভূত হয়েছে তা নয়। এক ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে, সেই সলতে পাকানোর সময় থেকে কবিতার পালাবদলের পাশাপাশি পালাবদল ঘটেছে উপন্যাসে এবং তা কাব্যের শিকড় ধরে এগিয়ে চলেছে মাটির গভীরে। রবীন্দ্র-উপন্যাসকে চারটি পর্বে ভাগ ক'রে 'সৃষ্টির প্রথম পর্ব' যেখানে ইতিহাস এবং ইতিহাস থেকে উত্তরণে পথপরিভ্রমণ, পাশাপাশি ইতিহাস আশ্রয় অথবা স্বল্পাশ্রয়ে নতুন অভিমুখের বৈপ্লবিক পদসঞ্চার — সেখানে উপন্যাস-কবিতার বৃক্ষশাখে কবিত্বের কিশলয়ের জন্ম। দ্বিতীয়পর্বে অনুভূত জগৎ বিবর্তিত হল চরিত্রসৃজন, মনস্তত্ত্বের গহন রহস্য এবং নারীত্বের আত্মজিজ্ঞাসা নিয়ে — 'সংবেদন আত্মার প্রেক্ষিতে উপন্যাসের পালাবদল।' সেখানে চরিত্র যেন কাব্য নির্ঝরিণীর মতো কখনো ফুলে ফেঁপে শরীর-মনের পসারি, আবার কখনো সমাজের অনুশাসনে ডানা ঝাপটানো খাঁচার পাখি। ওই পথেই সৃষ্টি হল উপন্যাসের মহাকাব্য। মাঝে নৌকাডুবিতে কবিত্বের তরণী ডুবে গেলেও সোনারতরীর মাঝিটির প্রাণ যায়নি। নতুন সম্ভাবনায় যেন বুক বাঁধল। তৃতীয় পর্ব —'প্রস্তুতির পরিণতি'। সেখানে জন্ম নেয় সন্ধানী কবির পূর্ণ রূপ, ভাষা হয়ে ওঠে শাণিত, আগুনে সময়কে বুকে নিয়ে চরিত্রগুলিও বাস্তবোপযোগী। এখানে ঔপন্যাসিকের কাব্যায়োজনের আরতি-সন্ধ্যা। শেষপর্ব — 'আয়োজন শেষে নির্মিত ভিন্নরূপ'। আবার বৈচিত্র্য, আবার স্বাতন্ত্র্য, নারীস্বাধীনতার 'শেষের কবিতা'-র ওপার ('যোগাযোগ') আর এপার ('দুইবোন', 'মালঞ্চ', 'চার অধ্যায়')। কবি যখন রাজর্ষি ছিলেন তখন কাব্যের সূতিকাগারে রোম্যান্টিকতা গুরুত্ব পেয়েছে। পরবর্তিতে চোখের বালিতে কবিত্বের সৈকতে মুগ্ধ বিস্ময়ের মুক্তা বিন্দু চিকচিক করেছে। উপন্যাস-কবিতার পরিণতিতে ঘরকে বাইরে, বাইরেকে ঘরে এনে চতুরঙ্গের আয়োজন ঘটিয়েছেন। পরিণামে যোগাযোগ ঘটাতে চেয়েছেন শেষের কবিতাতে যেখানে কবিতার মালঞ্চ যেন রবীন্দ্র উপন্যাসের চার অধ্যায়।

এই সম্ভাবনার পথে জীবনানন্দ দাশ, জয় গোস্বামী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য — এরকম বহু লেখক-লেখিকা কথাকার হয়ে উঠেছেন, তাদের শৈল্পিক অভিজ্ঞানে রবীন্দ্র-উপন্যাসের কবি-আত্মা যেন এক বোধ হয়ে দেখা দিয়েছে। যে কারণে রবীন্দ্র-উপন্যাস নিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা ছিল, সেই কারণটি তুচ্ছ হয়ে যেন এক নতুন শৈলীতে রবীন্দ্র-উপন্যাস সাম্প্রতিক হয়ে ধরা পড়ল।

এই গবেষণা কখনোই সম্ভব হত না আমার তত্ত্বধায়ক অধ্যাপক দিলীপ নাহা (প্রেসিডেন্সী কলেজ, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ)-র উৎসাহ, তথ্য সরবরাহ, আলোচনা এবং পরিমার্জন সহায়তা না পেলে। আমি কৃতজ্ঞ আমার কলেজ (ইউনিভার্সিটি বি.টি. এন্ড ইভ্‌নিং কলেজ)-এর অধ্যক্ষ ড. মলয়রঞ্জন সরকারের কাছে ; গবেষণা কাজে সময় বের করে দেওয়ার জন্য। এছাড়া, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, সাহিত্য পরিষদ, নর্থবেঙ্গল ষ্টেট লাইব্রেরির কর্মীরাও আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ঋণী সঙ্ঘমিত্রা সেন, অর্জুন ব্যানার্জীর কাছেও সহযোগিতায় কাজটি সম্পূর্ণতা পেয়েছে।

উত্তীয় দে
ইউনিভার্সিটি বি.টি. এন্ড ইভ্‌নিংকলেজ
১৯/১১/২০০৭
কোচবিহার